সফরে হিজায

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ.

অনুবাদ
ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল
শিক্ষক
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ
সহকারী সম্পাদক, মাসিক নেয়ামত

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

সফরে হিজায

মূল	মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী
অনুবাদ	ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০১৭
গ্রন্থস্বত্ব	রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
বানান ও ভাষারীতি	উমেদ
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৪০০.০০ (চারশো টাকা মাত্র)

SAFARE HIZAZ
Writer. Mawlana Abdul Mazed Dariyabadi
Marketed & Published by. Rahnuma Prokashoni. Price. Tk. 400.00, US $ 15.00 only.

ISBN : 978-984-92213-3-3
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

হাফেয মাওলানা আব্দুল জলীল খান
আমার আব্বা।

আমাদের ভাই-বোন সবাইকে
হিজাযের পথিক বানিয়েছেন।

—অনুবাদক

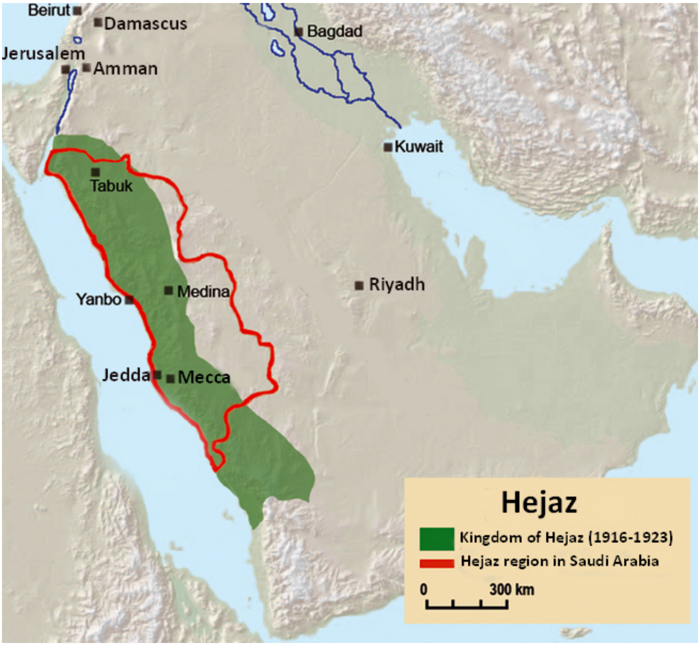

লাল রং দ্বারা সউদি অঞ্চল এবং সবুজ রং দ্বারা ১৯২৩ সালের হিজায রাজতন্ত্র দেখানো হয়েছে।

হিজায (আরবী : الحجاز আক্ষরিক অর্থ বাধা) হলো বর্তমান সউদি আরবের পশ্চিম অংশ। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, উত্তরে জর্ডান, পূর্বে নজদ ও দক্ষিণে আসির অবস্থিত। এর প্রধান শহর জেদ্দা। তবে ইসলামের পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনার জন্য এই অঞ্চল অধিক পরিচিত। ইসলামের পবিত্র স্থানের অবস্থানের কারণে হিজায আরব ও ইসলামী বিশ্বে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমে তিহামাহ থেকে পূর্বের নজদকে পৃথক করেছে বলে এই অঞ্চলের এরূপ নাম হয়েছে। এটি ‘পশ্চিম প্রদেশ’ বলেও পরিচিত।

সূচিপত্র

অভিমত—১৩
অনুবাদকের আরজ—১৮
ভূমিকা—২১
বিদায়—২৮
প্রত্যাবর্তন—৩৮
রওয়ানা—বম্বে—৪৩
বম্বে-জাহাজ—৫১
জাহাজ—৬০
জাহাজ-সমুদ্র—৬৮
সমুদ্র-কামরান—৭৫
কামরান-এহ্‌রাম—৮৩
জেদ্দা—৯০
জেদ্দা-মদীনার পথ—৯৮
মদীনা—১০৬
নবীজীর দরবারে—১১৫
সবুজ গম্বুজ—১২৫
যিয়ারত ও আদাবে যিয়ারত—১৩৪
জান্নাতের বাগান—১৪৫
মসজিদে নববী—১৫৩
আনওয়ারে মদীনা—১৬১
মদীনার স্মৃতিচিহ্ন—১৭০

প্রিয় নবীর ঠিকানা—১৮০
প্রস্থান —১৯১
এহরাম পরিধান—২০০
জেদ্দা-মদীনার পথ—২০৮
মক্কার উপকণ্ঠ—২১৬
হারাম শরীফ—২২৪
পবিত্র চৌহদ্দি—২৩১
পরম প্রার্থিত কাবা—২৪১
খলীল আ. এর স্মৃতিচিহ্ন—২৫০
ওমরা—২৬০
হজের শুরু—২৬৮
মিনা হজের পূর্বে—২৭৭
আরাফা—২৮৫

[এক]
আরাফা-২—২৯৫

[দুই]
মুযদালিফা—৩০৩
মিনা হজের পর—৩১৪

[এক]
মিনা হজের পর—৩২২

[দুই]
মিনা হজের পর—৩৩০

[তিন]
মক্কা—৩৩৮
বাইতুল্লাহর হজ—৩৪৫
বিদায়—৩৫২

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা—৩৫৯
জেদ্দা-জাহাজ—৩৬৭
জাহাজ, বম্বে, দেশ—৩৭৪

মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া ঢাকা-এর মুদীর, মাসিক *আল-কাউসার* সম্পাদক
মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ সাহেবের

অভিমত

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

মানুষের সর্বাধিক পঠিত বইগুলোর মধ্যে সফরনামা বা ভ্রমণকাহিনি এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর সে ভ্রমণকাহিনি হারামাইন সফরের হলে তো স্বাভাবিক কারণেই তা মুসলমানদের অন্তরকে নাড়া দেয়।

যুগ যুগ ধরে মানুষ হারামাইনের সফরনামা লিখে আসছে। এ ক্ষেত্রে অনেক দক্ষ লোকের পদচারণা রয়েছে। কারণ, সামর্থ্যবান মুসলমানমাত্রই হারামাইনের সফর করে থাকে। তাদের মধ্যে সুসাহিত্যিক, হৃদয়বান আল্লাহর আশেক, বড় আলেম, দার্শনিকও থাকেন। তাদের হাতে যে ধরনের সফরনামা তৈরি হয় সেগুলো সে মানেরই হয়। সম্ভবত মক্কা-মদীনা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো স্থান নেই যাকে কেন্দ্র করে হরেক ভাষায় এত বেশি সফরনামা লেখা হয়েছে, এত বেশি আলোচনা হয়েছে। *সফরে হিজায* এমনই একটি সফরনামা।

এর লেখক মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ., আল্লাহ পাক তার মধ্যে বহুমুখী যোগ্যতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তিনি একাধারে দক্ষ আলেম, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত সুপণ্ডিত, দার্শনিক, সুসাহিত্যিক, আল্লাহওয়ালা সাহেবে দিল ব্যক্তিত্ব। তার মধ্যে এ সবকিছুর সুসমন্বয় ঘটেছিল। সমকালীন আলেমগণের মধ্যে তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরূপে গণ্য ছিলেন। অবশ্য তার কিছু ইলমী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে মুহাক্কিক আলেমগণের ভিন্ন মতও রয়েছে।

এই মহান ব্যক্তিত্ব তার লেখনীর মাধ্যমে দীনের অনেক খেদমত করে গেছেন। তার সম্পাদিত *সাচ* পত্রিকা সে যুগে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। অনেক বড় বড় ব্যক্তি তার মাধ্যমে হেদায়েতের রাস্তা পেয়েছেন। এমন একজন ব্যক্তি যখন হজের সফরনামা লেখেন স্বাভাবিক কারণেই তার প্রতি মানুষের অন্যরকম আগ্রহ থাকে। এ সফরনামার ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে।

এই সফরনামা তিনি লিখেছেন প্রায় শতাব্দী ঘনিয়ে এসেছে। নয় দশক পার হওয়ার পরও উর্দুভাষীদের কাছে নতুন বইয়ের মতোই এর আকর্ষণ। পাক-ভারত-বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরামের কাছে এই বই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। উর্দুভাষীদের কাছে সমাদর পাওয়া *سفر حجاز* এর বঙ্গানুবাদ বক্ষ্যমাণ *সফরে হিজায*। বইয়ের লেখক মাওলানা দরিয়াবাদীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমার মতো নগণ্যের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আর বইয়ের পরিচয়ও দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, তার সমকালীন জগদ্বিখ্যাত আলেমগণ বইটির ওপর মূল্যবান অভিমত লিখে গেছেন। এর মধ্যে একটা অভিমত তো এই বইয়ের সাথে ছাপা আছে।

পাঠক সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ. এর অভিমত পড়েই বইটির গুরুত্ব এবং দরিয়াবাদী রহ. এর অনন্য পরিচয় জানতে

পারবেন। যদিও তিনি তার বন্ধু ছিলেন বলে বন্ধুর পরিচয় বন্ধুর মতো করেই দিয়েছেন। এ ছাড়া এ বইয়ের ওপর মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর মতামতও আছে। অন্যদের তো আছেই। সব মতামত হয়তো বইয়ের সঙ্গে ছাপানো হচ্ছে না। বই নিয়ে তাদের অভিমত, তাদের মতামত পড়ার পর পাঠককে নতুন করে কিছু বলার থাকে না।

আমি বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। এর আগে মূল উর্দু কিতাবটি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচিত অংশ পড়া হয়েছিল। পুরো পড়ার সুযোগ আগে হয়নি। অনুবাদকের ফরমায়েশের পরও হয়তো শেষ পর্যন্ত পড়া হতো না। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পড়া শুরু করার পর ভাবলাম, হয়তো এ অসিলায় বইটি আমার পুরো পড়া হয়ে যাবে। যদিও এ ধরনের বিষয় বাংলায় পড়ে আমি খুব একটা অভ্যস্ত না।

অন্য যেকোনো বই পড়তে যা সময় লাগে বইটি পড়তে গিয়ে তারচেয়ে অনেক কম সময় লেগেছে। এর কারণও স্পষ্ট—বইটিই পাঠককে টানে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি পাঠককে ধরে রাখতে পারে। লেখকের সমকালীন বড় বড় ব্যক্তিত্বগণ এই বইয়ের অভিমতে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা ব্যক্ত করেছেন নয় দশক পরে এসে একজন পাঠক যখন *সফরে হিজায* পড়বেন, সেসব আকর্ষণ তো বইতে পাবেনই, সঙ্গে সঙ্গে নয় দশক পরের একজন পাঠক ফিরে যাবেন ইতিহাস-ঐতিহ্যের মাঝে। জানতে পারবেন আগের কালের মানুষ কত কষ্ট করেই না হজ করেছেন। এখন আট-নয় ঘণ্টায় ঢাকা থেকে মক্কা মুকাররমার হোটেলে পৌঁছে যাওয়া ব্যক্তি এ ধরনের সফরনামা না পড়লে বুঝতেই পারবেন না আগের কালের হজ কেমন ছিল, কত দূর তারা যেত, কত দিন বসে থাকত। তখনকার ভিভিআইপিদের মতো লোকেরাও বন্দরে গিয়ে জাহাজের অপেক্ষায় কত কষ্ট করেছেন। তখনকার মুসলমানদের

আল্লাহপ্রেম, আল্লাহর হুকুম পালনের জযবা ও ত্যাগ কত বেশি ছিল—এ সফরনামা তার উপলব্ধি জাগ্রত করে যাবে। মাওলানা দরিয়াবাদী রহ. একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্বও ছিলেন, ছিলেন বিশ্ব রাজনীতির একজন বিজ্ঞ পর্যবেক্ষক। তিনি তখনকার সউদি আরব, ইবনে সউদ পরিবার, তাদের রাজত্বের হালচাল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করেছেন সে দৃষ্টিকোণ থেকেই।

আজকের হাজীরা তখনকার হোটেল, পরিবহণ, আবাসন ও অন্যান্য অবস্থা শুনলে অবাকই হবেন—সময় যে এত দ্রুত কত কিছু বদলে দেয়! সউদি রাজপরিবারের প্রথম অবস্থা কেমন ছিল, বর্তমানে তা কোথায় উপনীত হয়েছে, তখন আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল, আর আল্লাহর দেওয়া তেলের বদৌলতে এখন তা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

একজন হাজী হজের সফরে শুধুই আল্লাহর জন্য হয়ে যান। হজের সফরে মাওলানা দরিয়াবাদীও হয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহর জন্য। বইয়ের পাতায় পাতায় আমরা এর নমুনা পাই। আল্লাহ ও নবীপ্রেমের পূর্ণ ছবি পাতায় পাতায় চিত্রিত হয়েছে। অনেক সফরনামার লেখক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজের কৃতিত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। মাওলানা দরিয়াবাদীর সফরনামাতে এ বিষয়টি বিলকুল অনুপস্থিত। এত বড় ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ফুটিয়ে তোলা, নিজের বড়ত্বকে জাহির করার পথে হাঁটেননি। বার বারই আল্লাহর কাছে নিজের ক্ষুদ্রতা তুলে ধরতে এবং নিজের কৃতিত্ব জাহির না করতে সচেষ্ট ছিলেন। আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এটি এই সফরনামার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই সফরনামা দীর্ঘদিন ধরে উর্দুভাষীদের কাছে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলাভাষীদের জন্য এটা পড়ার সুযোগ ছিল না। সেই সুযোগ এখন হয়েছে। সফরনামাটি বাংলায় অনূদিত

হয়েছে। স্নেহাস্পদ মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ এর অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের গুণগত মান সম্পর্কে বাংলা ভাষার সাহিত্যিকরাই সঠিক মন্তব্য করবেন। তবে আমার কাছে ভাষাটা প্রাঞ্জল ও সাবলীল মনে হয়েছে। আরও দু-একজন ভালো লেখক আমাকে বলেছেন, এ অনুবাদকের ভাষা সাবলীল ও সুন্দর। যে পাঠক জানে না এটা মূলত উর্দুতে লেখা তার কাছে এটি হয়তো অনূদিত বই মনে হবে না। আমার মতে একজন অনুবাদকের এখানেই বড় কৃতিত্ব।

আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক সকলকে কবুল করুন এবং তার শান মোতাবেক উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন।

–আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

মারকাযুদ দাওয়া আল-ইসলামিয়া
হযরতপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

২৩ যিলহজ ১৪৩৮
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ বাংলা *সফরে হিজায* পাঠকের হাতে। সকল প্রশংসা ওই সত্তার যিনি এই অধমকে তাঁর পবিত্র ঘরের একটি সফরনামার খেদমত করার তাওফীক দিয়েছেন। পবিত্র মক্কা-মদীনার একজন মহান মুসাফিরের লিখিত বিখ্যাত ও বহুল পঠিত উর্দু কিতাব *سفر حجاز* বাংলাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। শুরু এবং শেষে সকল প্রশংসা তাঁরই।

রাহনুমা প্রকাশনীকে *সফরে হিজায* উর্দু থেকে বাংলা অনুবাদ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় ইবরাহীম ভাই। বি. বাড়িয়ার সরাইল-নিবাসী এ ভাইকে দীন-ধর্ম অধ্যয়ন ও অনুশীলনে বেশ অগ্রসর মনে হয়েছে। তিনি একজন মাওলানা সাহেবের লাহোরের ছাপা উর্দু কপি ফটো করে দেন। কিন্তু তার কপি আমার হাতে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে যায়। কাজ শুরু করি মাওলানা আনোয়ার হোসাইন সাহেবের কোলকাতার ছাপা কপি দিয়ে। মাওলানা আনোয়ার হোসাইন সাহেব ঢাকার মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়ার শিক্ষক, আমার অনুজ মাওলানা ফয়জুল্লাহ আব্দুল জলীলের গুরুজন। আল্লাহ তাদের আপন শান মোতাবেক প্রতিদান দান করুন।

একটি কাজ সুচারুভাবে করতে গিয়ে অনেক মানুষের সহযোগিতা নিতে হয়। কাজের নানা পর্যায়ে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর মাওলানা আব্দুল মুমিন। কিছু মানুষের সহকর্মী হয়ে আনন্দ পাওয়া যায়, তিনি ওই ধরনেরই সহমর্মী সহকর্মী। হে আল্লাহ, তাকে জীবনে মরণে যখনই যেখানে যা প্রয়োজন তা দিয়ে ভরপুর করো।

শৈশবে যার হাত ধরে লেখালেখিতে এসেছি, আদরে আর শাসনে যিনি আমাকে জীবনের গতিময় পথে উঠিয়ে এনেছেন তিনি আমার বড় ভাই মাওলানা আতাউল্লাহ আব্দুল জলীল। হাদীসের ভাষ্যমতে বড় ভাই বাবারই মতো। তিনি আমার ওপর বাবার মতোই ছায়া বিলিয়ে যাচ্ছেন। *সফরে হিজাযে*র উর্দু-ফার্সি শেরগুলোর অনুবাদ তিনিই করে দিয়েছেন। অর্ধশতাব্দীরও আগে লেখা বইয়ের জটিল দিকগুলো তিনি সমাধান করে দেন। আল্লাহ তো বাবার জন্য রহমতের দুআ করতে বলেছেন। পিতৃপর্যায়ের বড় ভাইয়ের জন্যও আমি মহান আল্লাহর দরবারে প্রভূত রহমতের দুআ করছি।

জন্মের পর থেকে ছাব্বিশটি বসন্ত একভাবে পার হয়েছে। ছাব্বিশতম বসন্ত পার করতেই জীবনে এল বিস্ময়কর পরিবর্তন। মা-বাবা, ভাই-বোন মিলে জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিলেন মা-হাওয়ার এক কন্যাকে। এসেই সে কি শৃঙ্খলা আর নিয়ম! শুরুতে অস্বস্তি সত্ত্বেও মেনে নিয়ে দেখি সময় ও জীবনের সাশ্রয় এ শৃঙ্খলা আর নিয়মের মাঝেই। *সফরে হিজাযে*র সিংহভাগ কাজেই আমাকে সঙ্গ দিয়েছে ছায়ার মতো করে। বিয়ের আগে মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী সাহেব বলেছিলেন, 'এমন পাত্রী দেখো যে তোমাকে ভক্তি করবে, তোমার কাজ ও ব্যস্ততা বুঝবে...' আমি তো আর পাত্রী খুঁজিনি। মা-বাবা, ভাই-বোন সে গুণের পাত্রীই এনে দিয়েছেন।

সবার আন্তরিকতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সবার যোগ্য প্রতিদানের ভার আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত।

কথা ছিল ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে *সফরে হিজাযের* অনূদিত পাণ্ডুলিপি রাহনুমা প্রকাশনীকে হস্তান্তর করব। কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে বছরাধিককাল। এই দীর্ঘ সময় রাহনুমা ধৈর্যসহ আমাকে সময় দিয়েছে। অনেকটা হাসিমুখে আমার অপারগতা মেনে নিয়েছে। আমার সঙ্গে রাহনুমা কর্তৃপক্ষ যেমন সহজ আচরণ করেছেন আল্লাহও তাদের সঙ্গে দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ আচরণ করুন।

পাণ্ডুলিপি নির্ভুল করার জন্য যে মেধা, শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন তার সবটুকুই অনুবাদক, নিরীক্ষক ও প্রকাশক ঢেলে দিয়েছেন। এসব সত্ত্বেও ভুল মানুষের হাত ধরেই আসে। তাই পাঠক-সমালোচক সবার কাছে ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে অবগত করার অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে সকৃতজ্ঞ সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আজীবন নেক কাজে যুক্ত রাখুন। মরণের পর নেক কাজের প্রতিদানে আচ্ছাদিত রাখুন। আমীন।

—ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল

১৩ জানুয়ারি ২০১৭ ফরিদাবাদ, ঢাকা

ভূমিকা

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ.

যখন থেকে আল্লাহ তাআলা ‘ফল-ফসলহীন উপত্যকা’র বিরানভূমিকে নিজ শহর বলে ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীর দেবালয়ে নিজের প্রথম ঘর নির্মাণ করেন, নিজের প্রথম প্রেমিকের মাধ্যমে আগামীর সমস্ত প্রেমিকদের নামে এ পয়গাম পাঠান—বছরে একবার যেন এখানকার পথে-ঘাটে, পাহাড়-পর্বতে ভিড় করে। আল্লাহ জানেন অজানা অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কত প্রাণোৎসর্গী এখানে এসেছে এবং প্রত্যাবর্তন করেছে, অদেখা প্রিয়তমের কত অনুসন্ধানী তাকে খুঁজতে এসেছে এবং ফিরেও গেছে। এখানে এসে যে যা দেখেছে সে অন্যদেরও তা দেখাতে চেয়েছে, তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা অন্যদেরও শোনাতে চেয়েছে। তূর পাহাড়ের দীপ্তি পৃথিবী একবারই দেখেছে। তবুও তূর পাহাড়ের রূপ ও প্রেমের উপাখ্যান আজও চর্চিত হচ্ছে, চিরকাল চর্চিত হবে। তবে এখানে তো এ দীপ্তি প্রতি বছরই দেখা যায়। সুতরাং এর উপাখ্যান যদি সর্বখানে, সর্বভাষায়, সর্বভাবে চর্চিত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে?

মুসলমানরা পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে। তারা যা আয়ত্ত করেছে তা দীন-ধর্মের পথ ধরেই আয়ত্ত করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহর কিতাবের খেদমত করা, আল্লাহর নির্দেশ পালন করা। মুসলমানরা ভূগোলশাস্ত্রকে বিপুলভাবে

সমৃদ্ধ করেছেন। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যতদূর ইসলাম পৌঁছেছে তারা ইসলামের আলো নিয়ে আরও সামনে অগ্রসর হয়েছেন। তাদের সব চেষ্টা ও তৎপরতা ছিল قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ—হে নবী বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো—নির্দেশকে কেন্দ্র করে। এরপর যে আগ্রহ তাদের বেচাইন করে রাখত, যে পাগলামি তাদের অস্থির করে ঘর ছাড়া করত এবং সফরের সব সমস্যা তাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ নয় বরং সব কষ্ট আরামে রূপান্তর করত তা ছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক ঘোষিত গণআহ্বান।

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতি যুগে লাখো আত্মোৎসর্গী লাব্বাইক বলে। সময় হলে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলতে বলতে পরিবার-পরিজন ছেড়ে, আরাম-আয়েশ পরিহার করে মুসাফিরের বেশ ধারণ করে। মরু-সাহারা, পাহাড়-জঙ্গল, নদী-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হিজাযে পৌঁছে। পানি ও তরুলতাহীন সাহারা দর্শন করে হৃদয় ও আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করে।

যেসব মুসলিম পরিব্রাজক গত হয়েছেন তাদের মূল মনযিল এবং সফরের গন্তব্য ছিল এ ভূখণ্ডই—তারা ঘর ছেড়েছিলেন হজ ও যিয়ারতের জন্য। পথের অদ্ভুত ও বিরল জিনিস, নানান দেশের মুগ্ধকর দৃশ্য, বিভিন্ন জাতির অবাক-করা সব অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে করতে এ পবিত্র ভূমিতে পৌঁছেন। ফরজ পালন শেষে সামনে পথচলা শুরু করেন। সুযোগ পেলে আবার এ ভূমিতে ফিরে আসেন। এরপর আরেকদিকে বেরিয়ে পড়েন। ইবনে হাওকাল বাগদাদী, উস্তুখারী ফারেসী, হাকিম নাসের খসরু, ইবনে জুবায়ের উন্দুলুসী, ইবনে বাতুতা মাগরেবী এবং আরও বহু পরিব্রাজক এমন রয়েছেন, যারা এ নিয়তে সফর শুরু করেছেন। পরে ভ্রমণের নেশা পেয়ে বসলে ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার

এ কোণ থেকে ও কোণ দেখে নেন এবং নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন।

প্রতি বছর হাজারো হাজী পৃথিবীর নানান স্থান থেকে মক্কায় আসেন এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাদের মধ্যে অনেকে নিজ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এতে প্রতীয়মান হয়, কত যে ভ্রমণকাহিনি প্রতি বছর দুনিয়াতে যোগ হচ্ছে।

প্রতি বছর হিন্দুস্তান থেকে কম-বেশি বিশ হাজার হাজী মক্কা শরীফ গমন করেন। তাদের মধ্যে কিছু হাজী থাকেন যারা সফরের ঘটনা ও মনের কথাগুলো কাগজের সহযোগে জনসম্মুখে নিয়ে আসেন, অন্যদের শোনান ও দেখান। এ থেকে আহলে দিলরা প্রয়োজন-মতো উপকৃতও হন।

সম্ভবত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. সর্বপ্রথম ৯৯৮ হিজরীতে নিজ হজসফরের স্মৃতি *জযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব* জাতির সামনে পেশ করেন। সেখানে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা অন্যদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এরপর শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ১১১৪ হিজরীতে *ফুয়ুজুল হারামাইন* ও অন্যান্য পুস্তিকায় আধ্যাত্মিক দৃশ্য ও পর্যবেক্ষণ কাগজের পাতায় আঁকেন। শাহ সাহেবের একজন মর্যাদাবান শিষ্য মাওলানা রফীউদ্দীন মুরাদাবাদী রহ.-এর সফরনামাও উল্লেখযোগ্য। ১২০২ হিজরীতে হারামাইন সফর করেন। *আহওয়ালে হারামাইন* নামে কিতাব লেখেন।

এ কালে প্রতি বছরই হাজীদের কেউ না-কেউ ফিরে এসে সফরনামা লিখছেন। বিশেষ করে মরহুম কাজী সুলাইমান পিটয়ালভী সাহেবের সফরনামা *সাবীলুর রাশাদ* এবং বরনী সাহেবের *সিরাতুল হামীদ* উল্লেখ করার মতো।

বন্ধুবর মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদীর জীবনে কিছুদিন ধরে যে পরিবর্তন হচ্ছিল আমার ধারণায় ১৩৪৮ সালে

এ পরিবর্তনের পূর্ণতা লাভ করে। কারণ, ১৩৪৮ হিজরীতে তিনি হজ করেন। এতদিন যা কিতাবে পড়েছিলেন তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। সেখানকার পর্যবেক্ষণ, অন্তরের উপলব্ধি, আত্মিক অভিব্যক্তি সংবাদপত্র *সাচে*র পাতায় প্রতিবিম্বিত করেন। বক্ষ্যমাণ সংকলনটি ধারাবাহিক প্রকাশিত লেখারই সমষ্টি।

ইতিপূর্বে যে সফরনামাগুলো লেখা হয়েছিল হয়তো সেগুলো ছিল ভাবাবেগে ভরপুর অথবা পরিব্রাজক ও পর্যটকের রোযনামচা অথবা ফকীহসুলভ মাসায়েল, হজ ও মানাসিকের দিক-নির্দেশনা কিংবা হজগমনেচ্ছুদের গাইডবুক। এ সফরনামার বৈশিষ্ট্য হলো, এসব বিষয়ের স্বার্থক সমন্বয়। সফরনামার বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক কোথাও ঐতিহাসিক, কোথাও ফকীহ, কোথাও মুহাদ্দিস, কোথাও সুফী, কোথাও কবি, কোথাও রাজনীতিবিদ—মোটকথা, হজের চড়াই-উৎরাইয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হাজীর যা যা প্রয়োজন তার সবই আছে এ কিতাবে। সফরের নানান ঘটনা, হজ ও মানাসিকের মাসায়েল, বিভিন্ন স্থানের দুআ, সফরের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, হিজাযের পরিস্থিতি, আসা-যাওয়া ও সফরের মাধ্যম, পরিবহণ, পানি, বাড়ি ভাড়া, মুতাওয়িফ, পথ-ঘাট, মক্কা-মদীনার নাগরিক অবস্থা, পবিত্র স্থানের বিবরণ ও প্রয়োজনীয় আদব—এসব তথ্য এখানে একত্রে আছে।

কিন্তু এ সফরনামার আসল সৌন্দর্য ও প্রকৃত মর্যাদার বিষয় দু'টি :

এক. শিল্পকুশলতা। লেখক বইয়ে সাবলীলতার পূর্ণ সৌন্দর্য সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন—সহজ শব্দ, সাবলীল বাক্যগঠন এরপর কাব্যিক কল্পনার মিশ্রণ। এজন্য সাহিত্যের আঙ্গিকে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

দুই. সেসব উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি, যা কিতাবের ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হয়। মনে হয়, অনুভূতিপ্রবণ লেখক কাগজের বুকে হৃদয় নিংড়ে সবটাই পাঠকের সামনে পরিবেশন করে দিয়েছেন। আমি এটাও হিজায সফরেরই বরকত মনে করি, তার কলম দিলের দোভাষীর ভূমিকা পালন করেছে। বিমূর্ত হৃদয়বৃত্তি ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো এমন মূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছে যে, বাতেন যাহেরে এবং অদৃশ্য দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। আমার আশা, সুযোগ্য লেখকের রচনাবলির মধ্যে হালকা চালে লেখা এই রচনা সবচেয়ে স্থায়ী, সবচেয়ে উপকারী, সর্বাধিক সমাদৃত হবে। হিজাযের বিষয়ে লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে না পারলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না, তিনি এ রচনার মাধ্যমে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ফিকহ ও তাসাওউফ সবার ওপর সমান অনুগ্রহ করেছেন। যাহের ও বাতেন, শব্দ ও অর্থ এবং বিমূর্ত ও মূর্তের বিভিন্ন দৃশ্য ও অভিব্যক্তির এমন চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, যেখানে কল্পনাপ্রবণ ও চিন্তাশীল মানুষ নিজ নিজ আবেগ ও চিন্তার খোরাক পাবেন।

দার্শনিক, সুসাহিত্যিক ও মহৎপ্রাণ বন্ধুর ধর্মীয় রঙ দিন দিনই গাঢ় হচ্ছে। এমনকি কোথাও কোথাও সূফিসুলভ গতি ও সমঝোতার মহাসড়ক ছেড়ে ফকীহসুলভ সংকীর্ণ পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। কী অদ্ভুত কথা, এক সেকেলে বিদ্যাপীঠের মৌলভী বন্ধু আধুনিক বিদ্যাপীঠের গ্রাজুয়েট বন্ধুর সীমাছাড়া মৌলভীয়ানার অভিযোগ করছে। এ যে কোরআনের আয়াতেরই প্রতিফলন, 'সেসব দিন আমি মানুষের মাঝে আবর্তিত করি।'

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা নিজ হাবীবের ওসীলায় লেখককে অফুরন্ত প্রতিদান এবং পাঠককে কল্পনাতীত নেক কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন।

৪ শাওয়াল ১৩৪৯ **–সাইয়েদ সুলাইমান নদভী**

বিদায়[১]

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পরিপূর্ণভাবে পালন করো।—সূরা বাকারা (০২) : ১৯৬

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ

হজের কয়েকটি মাস সুবিদিত।—সূরা বাকারা (০২) : ১৯৭

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তা মক্কায় অবস্থিত। যা বরকতময় ও জগতের জন্য হেদায়েত। এতে মাকামে ইবরাহীমের মতো সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। যে এতে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। যার এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে এ গৃহের হজ করা ফরজ হয়ে যায়। যে তা অমান্য করে—আল্লাহ তাআলা জগদ্বাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।—সূরা আলে ইমরান (০৩) : ৯৭

---

১. ৮ মার্চ ১৯২৯ ঈ. মোতাবেক ২৫ রমজান ১৩৪৭ হিজরীর *সাচ* থেকে সংগৃহীত। *সিদক* এর আগে লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। নয় বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এরই নাম *সাচ*।

عن عائشة أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لأن أفضل الجهاد حج مبرور.

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের ধারণা জিহাদ সর্বোত্তম আমল; তাহলে আমরা কি জিহাদ করব না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। কারণ, সর্বোত্তম জিহাদ হলো, কবুল হজ।–*বুখারী*

عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা অবিরাম হজ ও ওমরা করো। কেননা, তা গোনাহ ও দারিদ্র্য দূর করে হাপর যেমন দূর করে সোনা, রুপা ও লোহার ময়লা। জান্নাতই কেবল কবুল হজের প্রতিদান।–*তিরমিযী*

عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شآء يهوديا وإن شآء نصرانيا.

হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুস্পষ্ট ওযর, জালেম শাসক কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধির বাধা না থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি হজ না করে মারা যায়, চাইলে সে ইহুদী হয়ে মরুক, চাইলে সে খ্রিস্টান হয়ে মরুক।–*জামউল ফাওয়ায়েদ*

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

তোমার দরবারে আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির তোমার দরবারে। আমি হাজির তোমার সকাশে। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি হাজির দুয়ারে। প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব সবই তোমার। তোমার কোনো শরীক নেই।

এ বিদায় রমজান মাসের বাৎসরিক বিদায় নয়। সাপ্তাহিক *সাচ* এর পাঠক থেকে সম্পাদকের বিদায়।

কিছু শর্ত পাওয়া গেলে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মতোই হজ ফরজ হয়ে যায়। এখানে নামাযই তো খুশি মনে শর্ত মেনে আদায় করা হয়ে ওঠে না—যা আদায় করতে কোনো খরচ নেই, বিশেষ কোনো মেহনত নেই—সেখানে হজ আদায়ের জন্য মন কীভাবে ব্যাকুল হয়ে থাকবে। জীবনের মুহূর্তগুলো দ্রুত নীরবে অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। দিন সপ্তাহে, সপ্তাহ মাসে, মাস বছরে পরিণত হচ্ছে অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আদায়ের কথা কল্পনায়ও আসেনি। কোরআনের আয়াতে, রাসূলের হাদীসে আল্লাহ জানেন কত বার হজের গুরুত্ব ও ফরজ হওয়ার বিধানে দৃষ্টি পড়েছে এবং হজ আদায় না করার পরিণামের কথা বারবার পড়া হয়েছে। এরপরও মনের উদাসীনতা, নফসের গড়িমসি, বোধ ও জ্ঞানের কলুষপ্রবণতা সব সময় এ পরামর্শই দিয়েছে, এসব নির্দেশ, এসব বিধান অন্যের জন্য। এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। আল্লাহই ভালো জানেন জীবনের কত সুন্দর ফুরসত, না ফেরা কত সুযোগ এই উদাসীনতা, বোধহীনতা ও পাষাণ মনের শিকার হয়েছে।

প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হিন্দুস্তানের পূর্ব-পশ্চিমে অসংখ্য সফর করে বসে আছি। যে একটি জায়গায় সফর করা, হাজিরি দেওয়া উচিত ছিল সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও যাওয়া দূরে থাক, পায়ে হেঁটেই যাওয়া হয়নি। ডেরা, হাভেলি, কুঠি আর বাংলো ঘুরে ঘুরে এক জীবন চলে গেছে কিন্তু যে গৃহের সারাজীবন তওয়াফ করা উচিত এবং যার তরে

পড়ার জন্য ঠোঁট নড়ল! ফেরেশতাদের সেজদার স্থান আর আপাদমস্তক পাপীর কপাল! উপলব্ধি এমন সৌভাগ্য দেখে অবাক, বোধ এই আশ্চর্য মানব দেখে বিহ্বল।

ہے آرزو کہ ابروئے پر خم کو دیکھئے
اس حوصلہ کو دیکھئے اور ہم کو دیکھئے

আশায় আশায় বুক বেঁধে আছি তোমার চন্দ্রমুখ দর্শনলাভের
এই উচ্চাশা দেখে, এই দীনহীনের প্রতি একটুখানি কৃপা করো।

কিন্তু আল্লাহর রহস্যময় ব্যাপার হলো, তিনি নিজের নাম বলেছেন, রাব্বুল আলামীন—সমগ্র জগতের প্রতিপালক। রাব্বুস সালেহীন—নেককারদের প্রতিপালক বলেননি। সফলতার মর্যাদা শুধু পরহেযগার, নেককার, ধার্মিক আর ভালো লোকেরাই লাভ করে না। আল্লাহর রবুবিয়্যাত আর প্রতিপালনের সম্পর্ক পাপীতাপীদের সঙ্গেও আছে। করুণার ভাগ শুধু নেককারদের জন্যই নয়, করুণা লাভ করে খারাপ থেকে খারাপ মানুষগুলোও। বসন্ত-বাতাস বাগানের ফুলকে যেমন সুরভিত করে, সুরভিত করে মাঠ-ঘাটের ঘাসকেও।

اے بدر ماندگی پناہ ہمہ   کرم تست عذر خواہ ہمہ

হে অসহায়ের সহায় সকল নিরাশ্রয়ের আশ্রয়
আপন মহানুভবতায় মোদের ওযর ও দৈন্য মার্জনা করো।

মোটকথা, নিয়ত পাক্কা হয়ে গেছে। হজের মাস তিনটি, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজের দশ দিন। কোরআনে এসেছে, ‘হজের কয়েকটি মাস সুবিদিত।’ যেদিন রমজান মাস শেষ হয় ঠিক ওই দিন থেকেই হজের মৌসুম শুরু হয়। আল্লাহ চাহে তো পয়লা শাওয়াল ঘর ছাড়তে হবে। তেসরা শাওয়াল রাত দশটায় রাতের ট্রেনে লখনৌ যেতে হবে। পাঁচই শাওয়াল বম্বে থেকে মোগল কোম্পানির জাহাজে মূল সফর।